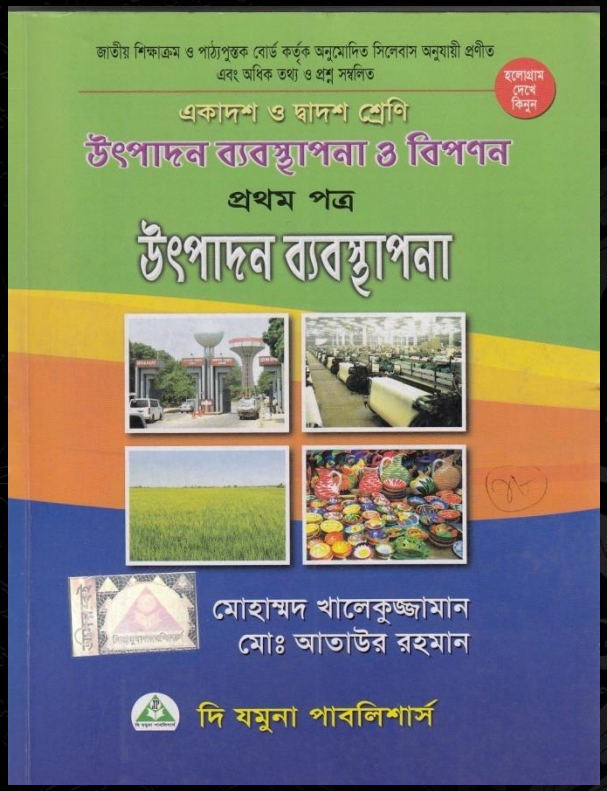

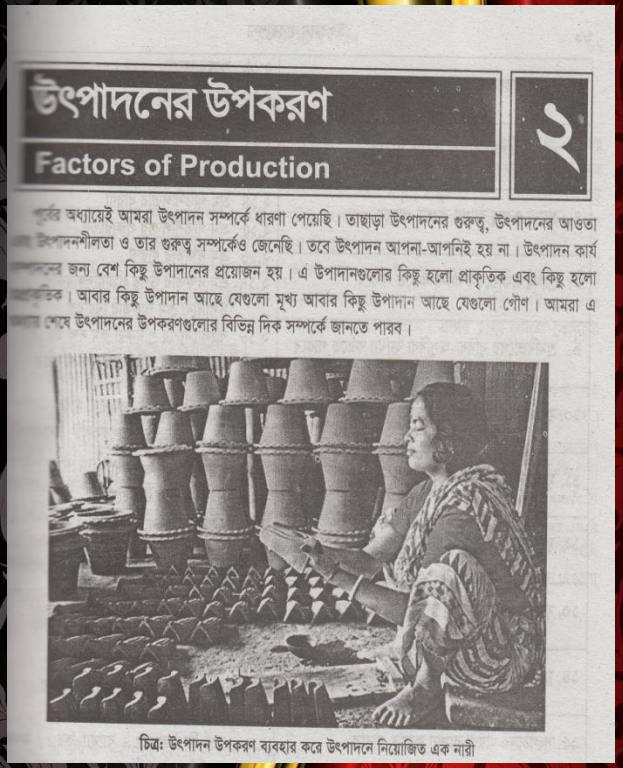

উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন ১ম পত্র

উৎপাদনের উপকরণ

আজকের ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম

মোঃ খাইরুল আমিন মুন্সী

প্রভাষক

ব্যবস্থাপনা বিভাগ

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ,

কুমিল্লা।

আজকের আলোচ্য বিষয়

উৎপাদনের উপকরণ

(Factors of Production)

শিখনফল

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে-

১। উৎপাদনের উপকরণ কি কি ?

২। উৎপাদনের উপকরণগুলোর বর্ণনা।

৩। সংগঠনের শ্রেণিবিভাগসমূহের বর্ণনা।

উৎপাদনের আভিধানিক অর্থ তৈরি বা সৃষ্টি করা।যে কোন ধরনের দ্রব্য ও সেবা তৈরি করাকে উৎপাদন বলে ।

উৎপাদনের উপকরণ

ভূমি

শ্রম

মূলধন

সংগঠন

কাঁচামাল

output

উৎপাদনের উপকরনের চিত্র

✓ ভূমি

✓ শ্রম

✓ মূলধন{_

✓ সংগঠন

উৎপাদনের উপকরণের সংজ্ঞা ?

- উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয় এমন কিছুকেই উৎপাদনের উপকরন বলে ।
- k. k Dewett এর মতে, " একটি নির্দিষ্ট পণ্য উৎপাদনের জন্য যে উৎপাদনক্ষম সম্পদের প্রয়োজন তাই হলো উৎপাদনের উপকরণ ।"

উৎপাদনের উপকরণ বলতে কী বোঝো?

কোনো কিছু উৎপাদনের জন্য যেসব দ্রব্য বা সেবাকর্ম প্রয়োজন হয়, সেগুলোকে উৎপাদনের উপকরণ বলে। যেমন—কৃষকের ধান উৎপাদন করতে জমি, বীজ, সার, লাঙ্গল, সেচ, শ্রমিক ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। আবার শিল্পপণ্যের জন্য কারখানা, বিল্ডিং, কাপড়, সুতা, মেশিন, বিদ্যুৎ, গ্যাস, ময়দা, চিনি, তেল, শ্রমিক ইত্যাদি লাগে। এসব দ্রব্যসমগ্রী উৎপাদন করতে আবার প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন—মাটি, মাটির উর্বরা শক্তি, আলো-বাতাস, পরিবেশ, খনিজদ্রব্য, সূর্য কিরণ, পানি, আরো অনেক কিছুর প্রয়োজন হয়। এখানে যেসব দ্রব্যের কথা বলা হলো এগুলো সবই উৎপাদনের উপকরণ।

উৎপাদনের উপকরণ বলতে কি বুঝায় এবং উপকরণগুলো কি কি ?

যে সকল প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক উপকরণগুলোর সাহায্যে পণ্য বা সেবার রূপগত ও গুণগত পরিবর্তন করে মানুষের ব্যবহার উপযোগী করে তোলা হয় তাদেরকে উপৎপাদনের উপকরণ বলা হয়।

অর্থশাস্ত্রের দৃষ্টিকোন হতে উপাদনের উপকরণ (০৪)চারটি। যথা

১। ভূমি (Land)
২। শ্রম (Labor)
৩। মূলধন (Capital)
৪। সংগঠন (Organization)

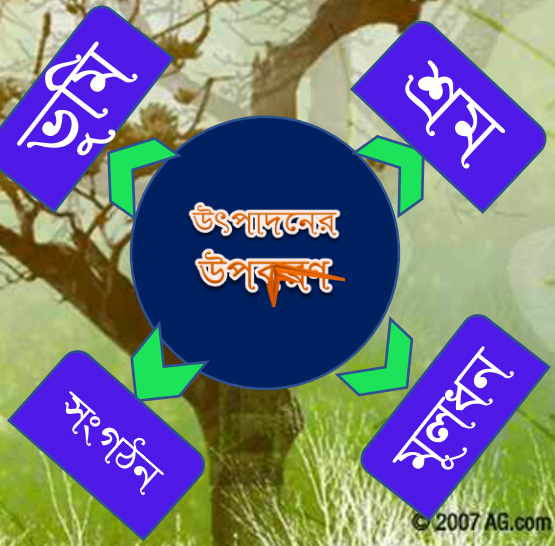

ভূমি কাকে বলে?

উৎপাদনে সাহায্য করে এমন সব প্রাকৃতিক সম্পদকে ভূমি বলে।

জমি, মাটি, মাটির উর্বরা শক্তি, খনিজদ্রব্য, বনজ ও জলজ সম্পদ, সূর্য কিরণ, বৃষ্টিপাত, আবহাওয়া প্রভৃতি সব রকম প্রাকৃতিক সম্পদ ভূমির অন্তর্ভুক্ত।

শ্রম কাকে বলে?

উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত মানুষের সব ধরনের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমকে শ্রম বলে।

উৎপাদনের চাষি, জেলে, কামার, কুমার, তৈরি পোশাকশিল্পের শ্রমিকের কায়িক পরিশ্রমকে শ্রম বলে। আবার অফিস-আদলতের কর্মচারী-কর্মকর্তার শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমকেও শ্রম বলা হয়। একইভাবে শিক্ষকের শিক্ষাদান, ডাক্তারের সেবা ও উকিলের পরামর্শ এক ধরনের শ্রম। অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ হতে, উৎপাদন কাযে নিয়োজিত মানুষের শারীরিক ও মানসিক সকল প্রচেষ্টাকেই বুঝায়, যা অর্থ উপার্জনের সাথে সম্পক্ত ।

মূলধন কাকে বলে?

মূলধন হলো মানুষ কর্তৃক উৎপাদিত একমাত্র উৎপাদনের উপকরণ। এই উৎপাদিত উপকরণ মানুষ ভোগ না করে নতুন দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহার করে। যেমন—যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, কারখানা, অফিসের আসবাবপত্র প্রভৃতি।

সংগঠন কাকে বলে?

কোনো কাজ করতে যে প্রতিষ্ঠান সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করে, তাকে সংগঠন বলে।

উৎপাদন ক্ষেত্রে ভূমি, শ্রম, মূলধন ইত্যাদি উপকরণের মধ্যে উপযুক্ত সমন্বয় ঘটিয়ে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করাকে সংগঠন বলে। সমন্বয় ঘটানো এবং কাজ পরিচালনাকে ব্যবস্থাপনাও বলা হয়। এ কাজটি যে ব্যক্তি সম্পাদন করে থাকেন তাঁকে সংগঠক বা উদ্যোক্তা বলে। তাই উদ্যোক্তার বিভিন্ন কাজ, যেমন—কোনো কিছু উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রণয়ন, ভূমি, শ্রম, মূলধন, একত্রীকরণ ও তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও ঝুঁকি নিয়ে উৎপাদন কাজ পরিচালনা—এ সবই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত।

উৎপাদনের উপকরণগুলোর বর্ণনা?

১। ভূমি- মাটি, মাটির উর্বরাশক্তি, আলো, বায়ু, পানি, তাপ, নদনদী, পাহাড়-পর্বত, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি যা প্রকৃতি আমাদের অকাতরে দান আমাদের প্রয়োজনে উজার করে দিয়েছে তাকেই ভুমি বলে।

Jhon Alfred Marshal এর মতে-

"Land means the materials and the forces which nature gives freely for man's aid"

অর্থাৎ ভূমি হচ্ছে এমন এক ধরনের উপাদান বা শক্তি যা প্রকৃতি মানুষের জন্য মুক্তভাবে দান করেছে।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো থেকে ভূমি সম্পর্কে এই বলা যায় যে,

১। ভুমি উৎপাদনের প্রথম ও গুরূত্বপূর্ণ উপাদান।

২। ভূমি প্রকৃতির দান।

৩। ভূমির যোগান দাম নেই।

৪। ভুমির যোগান সীমাবদ্ধ।

৫। ভুমি অস্থানান্তরযোগ্য।

২। **শ্রম**-সাধারণ অর্থে মানুষের শারীরিক পরিশ্রমকে বুঝায়। অর্থনীতির দৃষ্টিকোন থেকে, শ্রম বলতে উৎপাদন কাজে নিয়োজিত মানুষের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমকে শ্রম বলে।

Jhon B. Taylor এর মতে-

"Labour is the number of hours people work in producing goods and services"

অর্থাৎ পণ্য এবং সেবা তৈরির জন্য মানুষের কর্মঘন্টাই হল শ্রম।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো থেকে শ্রম সম্পর্কে এই বলা যায় যে,

১। শ্রম হল মানুষের শারীরিক মানসিক প্রচেষ্টা।

২। শ্রম একটি সজিব উপাদান।

৩। শ্রমের সাথে অর্থ সম্পর্কিত।

৪। শ্রমের সাথে শ্রমিকে নিবিড় সম্পর্ক।

৫। শ্রমের যোগান পরিবর্তনশীল।

৬। শ্রম সর্বাপেক্ষা ধংশশীল উপাদান।

© 2007 AG.com

৩। **মূলধন-** সাধারণ অর্থে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত অর্থকেই মূলধন বলা হয়। অর্থনীতির দৃষ্টিকোন থেকে, মূলধন বলতে সম্পদের এমন অংশকে বুঝায়, যা বর্তমানে ভোগ না করে ভবিষ্যতে সম্পদ সৃষ্টিতে ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত মনুষ্য সৃষ্ট সকল উপাদানকে মূলধন বলে।

Bhom B. Work এর মতে-

"Capital is the produced means of production"

অর্থাৎ উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদানই হল মূলধন।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো থেকে শ্রম সম্পর্কে এই বলা যায় যে,

১। মূলধন মানুষ সৃষ্ট উপাদান।

২। মূলধন আয় সৃষ্টি করে।

৩। মূলধন উৎপাদনে সাহায্য করে।

৪। মূলধন ভবিষ্যত আয়ের উৎস।

৫। মূলধন পূনরায় উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়।

৪। সংগঠন-সাধারণ অর্থে সংগঠন বলতে একদল জনসমষ্টিকে বুঝায় যারা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কাজ করে। ব্যাপক অর্থে কোন নিদ্রিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য উৎপাদনের সকল উপকরণগুলোকে একত্রিকরণ করে এদের সমন্বয় বিধানপূর্বক কোন প্রতিষ্ঠান গঠন, পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রনের প্রক্রিয়াকে সংগঠন বলে।

Robins ও তার সহযোগীদের মতে-

"Organization is systematic arrangement of people to accomplish some specific purpose."

অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য মানুষের একটি কাঠামোগত আয়োজনি হলো সংগঠন।।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো থেকে সংগঠন সম্পর্কে এই বলা যায় যে,

১। সংগঠনের মাধ্যমে উৎপাদনের উপাদানগুলো একত্রিকরণ করা হয়।

২। এর মাধ্যমে উপাদানগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়।

৩। সংগঠন ঝুকি ও মুনাফা ভোগ করে।

৪। এর মাধ্যমে কার্য বিভাজন ও কতৃত্বার্পন করা হয়।

© 2007 AG.com

সংগঠনের প্রকারভেদ সমূহের বর্ণনা-

মালিকানার ভিত্তিতে সংগঠনকে মোট সাত ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

১। এক মালিকানা সংগঠন।

২। অংশীদারী সংগঠন।

৩। যৌথমুলধনী সংগঠন।

৪। সমবায় সমিতি।

৫। রাস্ট্রীয় সংগঠন।

৬। ব্যবসায় জোট।

ভূমির গুরুত্ব

আদি ও মৌলিক উপাদান

কাচামালের যোগানদাতা

অথনৈতিক উন্নয়ন

জীবনোপকরণের আধার

শ্রমের বৈশিষ্ট্য ?

- ১. শ্রম সর্বাপেক্ষা ধ্বংসশীল উপাদান
- ২. শ্রমের দরকষাকষির ক্ষমতা খুব কম
- ৩. শ্রমিক ও শ্রম অবিচ্ছিন্ন
- ৪. শ্রমের যোগান পরিবতনশীল
- ৫. শ্রমকে সংরক্ষণ করা যায় না
- ৬. শ্রম গতিশীল
- ৭. অর্থ উপাজনের উদ্দেশ্য

শ্রমের গুরুত্ব ?

- সম্পদের সদ্ব্যবহার
- বিনিয়োগ বৃদ্ধি
- জীবিকা নিবাহ
- উৎপাদন বৃদ্ধি
- সঞ্জয় সৃষ্টি
- ভোগ বৃদ্ধি
- মূলধন গঠন
- জাতীয় আয় বৃদ্ধি

শ্রমের প্রকারভেদ ?

২ প্রকার

উৎপাদনশীল শ্রম

অনুৎপাদনশীল শ্রম

শ্রম গতিশীলতা কি ?

- শ্রম হলো উৎপাদনের অন্যতম উপাদান ।
- শ্রম এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হয় । এরূপ পরিবতনকে শ্রমের গতিশীলতা বলে ।

বাড়ির কাজ

১। উৎপাদনের উপকরণগুলোর বর্ণনা।

২। সংগঠন বলতে কি বুঝায়? সংগঠনের প্রকারভেদ বর্ণনা কর।

Thank you All